কঠোপনিষদ্

প্রথম অধ্যায়

প্রথম বল্লী

ওঁ উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ববেদসং দদৌ।
তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস ॥১॥

অন্বয় ঃ—বাজশ্রবসঃ (বাজশ্রবার পুত্র, উদ্দালক) উশন্ (যজ্ঞফল কামনা করে) হ বৈ [অতীত বিষয়ের স্মারক শব্দদ্বয়] সর্ববেদসম্ (সর্বস্ব) দদৌ (দান করেছিলেন)। তস্য (তাঁর, বাজশ্রবসের) হ [এইরকম শোনা যায়] নচিকেতা (নচিকেতা) নাম (নামক) পুত্র (পুত্রনামক নরক থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ, পুত্র) আস (ছিলেন)।

বাজ মানে অন্ন, অন্নদান করার জন্য যাঁর 'শ্রবঃ' বা যশ হয়েছিল তাঁর নাম বাজশ্রবা। তাঁর পুত্র হলেন বাজশ্রবসঃ নামক ঋষি, তিনি 'সর্ববেদসং দদৌ' —সমস্ত ধন দান করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞ করেছিলেন, যে যজ্ঞে—যা কিছু সম্পত্তি আছে—সব দান করতে হয়। যজ্ঞটি করবার উদ্দেশ্য যজ্ঞের নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে। এই যজ্ঞের দ্বারা বিশ্বকে জয় করা যায়, জগতের সব ঐশ্বর্য লাভ করা যায়। সুতরাং এই যজ্ঞ করার মূলে আছে কামনা। যজ্ঞ করা হয় কামনাপ্রেরিত হয়ে—তা সে কামনা স্বর্গ, ইহজগতের ঐশ্বর্য বা পুত্র যা-ই হোক না কেন। মানুষের কামনা অনন্ত। শাস্ত্র জানিয়ে দিচ্ছেন, এক একটি কামনা পূরণের জন্যে এক একটি বিশিষ্ট অলৌকিক উপায় আছে। লৌকিক উপায়ে যা পূরণ হয় না তার জন্য শাস্ত্রীয় অলৌকিক উপায়ের বিধান। যেমন—'সুবর্গকামো যজেত'[১]—স্বর্গ কামনা করে যজ্ঞ করবে। এই ধরনের সকাম ক্রিয়াকর্ম এখনো করা হয়, তখনো করা হতো। মানুষের মনে যতদিন কামনা থাকবে ততদিন এইসব যাগযজ্ঞাদি বা সকাম উপাসনা স্বাভাবিক।

বাজশ্রবসও কামনাপরবশ হয়ে বিশ্বজিৎ যাগ করেছিলেন। তাঁর নচিকেতা নামে পুত্র ছিল। 'তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস'—এই 'হ' শব্দটি থাকায় বোঝাচ্ছে যে, এইরকম শোনা যায়। হ, কিল—সংস্কৃতে এইরকম শব্দের ব্যবহার হয় অতীত ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য। এগুলি অর্থবাদ, ইতিহাস নয়। এটা যেন আমরা যেমন বলি—এক যে ছিল রাজা, তার যে ছিল মন্ত্রী—এখানে

---

১. তৈত্তিরীয় সংহিতা—২/৫/৫

এইভাবে আখ্যায়িকার দ্বারা উপনিষদের আরম্ভ করা হয়েছে, তাৎপর্য হলো বিষয়বস্তুটিকে মনোজ্ঞ করা। কতকগুলি abstract, নির্বস্তু কথা না বলে একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলাতে বিষয়টি স্পষ্ট, সুবোধ্য হয়। সেই নচিকেতা সম্বন্ধে বলছেন—

তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাসু
শ্রদ্ধাবিবেশ, সোঽমন্যত ॥২॥

অন্বয় ঃ—[যখন] দক্ষিণাসু (পুরোহিতদের দক্ষিণা দেবার জন্য) নীয়মানাসু ([গবাদিপশু] নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল) [তখন] কুমারম্ সন্তম্ (অল্পবয়স্ক বালক) তম্ হ (সেই নচিকেতার হৃদয়ে) শ্রদ্ধা (আস্তিক্য বুদ্ধি) আবিবেশ (উৎপন্ন হলো), সঃ (তিনি) অমন্যত (বিচার করতে লাগলেন)।

সেই কুমার বালক নচিকেতার যখন প্রথম বয়স—'কুমারং সন্তং', তখন সেই অল্প বয়সেই পিতার অনিষ্ট-নিবৃত্তির জন্য তার মনে শ্রদ্ধার সঞ্চার হলো, শাস্ত্রবাক্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস হলো। কখন হলো? যখন সে দেখল যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দেবার জন্য কতকগুলি গরু নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কেমন শ্রদ্ধার উদয় হলো? না, যজ্ঞ যদি করতে হয় তাহলে যেমন যেমন বিধান আছে তদনুসারে করা উচিত। সামর্থ্য নেই বা ইচ্ছা নেই, সুতরাং কোন একটি অঙ্গহানি করে, যথাযথ প্রয়াস না করে একটা অনুকল্প দেওয়া সঙ্গত নয়। যেমন একটা গরুর বদলে এক টাকা মূল্য ধরে দেওয়া হলো যা গরুর অনুকল্প, যদিও এক টাকায় গরু পাওয়া যায় না। যজ্ঞে গোদানের বিধান আছে। নচিকেতার পিতা বুদ্ধিমান—তা না হলে অবশ্য কেউ সংসারে বড় হতে পারে না ; তিনি বেছে বেছে এমন কতকগুলি গরু নিয়েছেন যেগুলি কিনতে তাঁর বিশেষ অর্থব্যয় হয়নি। অথবা যেগুলি তাঁর বাড়িতেই ছিল আর কোন কাজে লাগত না। এরকম গরুই ব্রাহ্মণদের দক্ষিণার জন্য দিচ্ছেন। কথায় বলে 'মরা গরু ব্রাহ্মণকে দান'—এখানে মরা না হলেও মৃতপ্রায় বটে। এই সময় নচিকেতার মনে শ্রদ্ধার উদয় হওয়াতে তিনি ভাবলেন—

পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ।
অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ ॥৩॥

অন্বয় ঃ—পীত-উদকাঃ (যারা শেষ জল পান করেছে এখন আর করবে না) জগ্ধতৃণাঃ (তৃণভক্ষণ শেষ করেছে, আর খাবে না) দুগ্ধদোহাঃ (যাদের শেষবারের মতো দুধ দেওয়া হয়েছে আর দেবে না) নিরিন্দ্রিয়াঃ (সন্তান-ধারণে অসমর্থ) তাঃ (উক্তরূপা গাভীগুলি) দদৎ (দানকারী যজমান) সঃ (তিনি) অনন্দাঃ (অসুখকর) নাম (নামক) তে লোকাঃ (সেই যে প্রসিদ্ধ লোকসমূহ) তান্ (সেইসব লোকে) গচ্ছতি (গমন করেন)।

এইরকম গরু যদি কেউ দান করে—'পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহাঃ'—যেগুলি জল যা পান করবার করেছে আর পান করবে না, ঘাস যা খাবার খেয়েছে আর খাবে না, দুধ যা দেবার তা দিয়ে শেষ করেছে, যারা—'নিরিন্দ্রিয়াঃ'—সন্তান প্রসবে অক্ষম। 'তা দদৎ'—এইরকম গরু দান করে কী ফল লাভ হবে? না, 'অনন্দা নাম তে লোকাঃ'—অনন্দলোক, যে লোকে আনন্দ নেই, অসুখকর—'তান্ স গচ্ছতি'—সেই লোকে গমন করে অর্থাৎ নিরানন্দে কাল যাপন করে। কোথায় যজ্ঞকারী স্বর্গে যাবে, না তাঁর বদলে দুঃখময় স্থানে যায়। কেন? না, দেবতাকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করছে। ফাঁকি আমরা যতটা সম্ভব সব কাজেই দেবার চেষ্টা করি। ধরা পড়লে বলি এ তো সবাই করে, আমি একা করি না। আমরা আমাদের কর্তব্য এড়িয়ে যাই, ফাঁকি দিই আর নিজেকে বোঝাই—যেভাবে হোক করলেই হলো। যজ্ঞ করেছি এই যথেষ্ট, গরু দিতে হবে ঠিকই কিন্তু কেমন গরু দিতে হবে তা কি বলা আছে? কাজেই গরু যেমনই হোক তাতেই গ্রহীতা ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত।

স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন—'দেবতা কি আমাদের চেয়েও আহাম্মক!' তাঁর 'ভাববার কথা' গ্রন্থে আছে যে, একজন কর্মবাড়ির কড়া-মাজার মতো সুরে ভজন গান করছেন। চোবেজী জিজ্ঞাসা করলেন—কী করছ? সে বলল, আমি ভগবানের মন ভেজাচ্ছি। চোবেজী বললেন—ভগবান কি আমার চেয়েও আহাম্মক যে আমারই যাতে মন ভিজছে না তাতে তাঁর মন ভিজবে![১] ঠিক সেইরকম মানুষ মনে করে, গরু দেবার কথা, যেমন গরুই দেওয়া হোক ব্রাহ্মণরা তাতেই তুষ্ট হয়ে যাবেন। ব্রাহ্মণরা এমন গরু পেয়ে খুশি হবেন না জানা কথা। তবে তাঁদের তুষ্ট হওয়া না হওয়াটা বড় নয়, আসল হচ্ছে যজ্ঞটি পূর্ণ করা, তারপরে ব্রাহ্মণরা যা ভাবেন ভাবুন। আমার ফললাভ তো হবে।

এ হলো শ্রদ্ধাহীন লোকের কথা। যিনি শ্রদ্ধাবান তিনি কোনকিছুই এভাবে করতে পারেন না, তাঁকে সবই সুষ্ঠুভাবে করতে হয়। কেউ কেউ বলেন, ভগবান মন দেখেন, কী দিচ্ছ না দিচ্ছ তা কি আর দেখেন? তিনি দেখেন না, কিন্তু যে দিচ্ছে সে তো দেখে। সে যখন ভগবানকে শ্রদ্ধাভক্তি করে কিছু নিবেদন করে তখন যতদূর সম্ভব বেছে ভাল জিনিস দেবে। তা না করে নৈবেদ্য দিতে হবে বলে যেমন-তেমন কলা আর সন্দেশ কিনে এনে নৈবেদ্য সাজালাম, এটা শ্রদ্ধার অভাবের পরিচয়। শ্রদ্ধার অভাবে লোকে এইরকম কার্পণ্য করে। যখন মেয়ের বাড়ি তত্ত্ব পাঠায় তখন ওরকম করে পাঠায় না। বন্ধুর বাড়িতে বিশেষ উপলক্ষে যখন উপহার দেয় তখন বেছে বেছে ভাল জিনিস দেয়। ভগবানের ক্ষেত্রেই অন্যরকম করে। শ্রদ্ধা থাকলে এমন করত না।

---

১. বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ (১৩৮৩), পৃঃ ৪২

ঐরকম জলপানে অসমর্থ, তৃণভক্ষণে অপারগ, দুগ্ধ ও বৎসপ্রসবে সামর্থ্যহীন গাভীগুলি দক্ষিণা দিতে দেখে নচিকেতার হৃদয়ে আঘাত লাগল। কারণ তাঁর অন্তরে শ্রদ্ধার উদয় হয়েছে। তিনি ভাবলেন, পিতা এ কী করছেন! এরকম জরাজীর্ণ গাভী দান করলে যজ্ঞের সুফল লাভ তো হবেই না বরং বিপরীত ফল হবে। আমি তাঁর সন্তান। তাই আমার কর্তব্য তাঁর কাজ যাতে অসম্পূর্ণ না থাকে তা দেখা। প্রাণ দিয়েও যজ্ঞের পূর্ণতা সম্পাদন করে পিতার অনিষ্ট নিবারণ করা পুত্রের কর্তব্য। এক্ষেত্রে নচিকেতার যা করণীয় তা বিচার করে তিনি পিতার কাছে গিয়ে বললেন—

স হোবাচ পিতরং, তত কস্মৈ মাং দাস্যসীতি।
দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং, তং হোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি ॥৪॥

অন্বয় ঃ—স হ (সেই নচিকেতা) পিতরম্ (পিতাকে) উবাচ (বললেন), তত (তাত, হে পিতা) মাম্ (আমাকে) কস্মৈ (কাকে ; কোন্ ঋত্বিককে) দাস্যসি ইতি ([দক্ষিণাস্বরূপ] দেবেন) দ্বিতীয়ম্ তৃতীয়ম্ (দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার) [পিতাকে এই প্রশ্ন করলেন]। [অনন্তর ক্রুদ্ধ পিতা উচ্চারণ] তম্ হ (সেই পুত্রকে) উবাচ (বললেন) ত্বা (তোমায়) মৃত্যবে (যমকে) দদামি (দান করছি) ইতি।

'স হ পিতরম্ উবাচ তত কস্মৈ মাং দাস্যসীতি'—হে তাত, আপনি আমাকে কোন্ ঋত্বিক নিকট অর্পণ করবেন? একথার তাৎপর্য হলো এই যজ্ঞে সর্বস্ব দিতে হয়। সর্বস্ব মানে যা কিছু সম্পদ নিজের আছে। সন্তানও সর্বস্বের মধ্যে পড়ে। সর্বস্ব যখন দান করতে হবে আমিও তার অন্তর্ভুক্ত, অতএব আপনি আমাকে যে ঋত্বিক নিকট দান করছেন আমি তাঁর কাছে যাই। এ তো নতুন কথা! ছেলেকে কেউ আবার এমন করে দিয়ে দেয় নাকি? পিতাকে তিনি এরকম বললেও, কী একটা বাচালতা করছে ভেবে পিতা নচিকেতার বাক্য উপেক্ষা করলেন। তবু ছেলে ছাড়বার পাত্র নয়। 'দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং তং হোবাচ'—দুবার, তিনবার প্রশ্ন করলেন। তখন পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—'মৃত্যবে ত্বা দদামীতি'—তোমায় যমকে অর্পণ করলাম। রেগে গেলে বাবার চেয়ে মায়েরাই বেশি অনেক সময়ে এরকম করে বলেন—যা, যমকে দিলাম। অবশ্যই তা বিরক্তিসূচক মুখের কথামাত্র, বাস্তবিক তো আর ছেলেকে যমকে দেন না। এখানেও নচিকেতার পিতা সেইরকম বললেন। পুত্র বুঝল কোন প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে নয়, পরন্তু ক্রোধবশেই পিতা ঐরকম কথা বলেছেন। তবু পিতার এ কথা যেন মিথ্যা না হয়, তাই পিতৃবাক্য শ্রবণ করে নচিকেতা নির্জনে বসে চিন্তা করতে লাগলেন—আমাকে যমের বাড়ি পাঠাবার ইচ্ছা তো পিতার হবার কথা নয়, আমি কিছু মন্দ কাজ করিনি।